আমার মৃত্যুর পর কি হবে

ব: ম: সাবেরী

প্রথমেই বলে রাখা ভাল কবিতা আমার পেশা বা নেশা (লেখা নয় কিন্তু পড়াটা নেশা) কোনটাই নয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, অ্যালেন গীনসবার্গ, নির্মলেন্দু গুণ আমাকে টানে বারবার। অষ্ট্রেলিয়ায় ৭১ মাস অবস্থানে এ'মহাদেশের অনেক কবিই আমার প্রিয়, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিরা হচ্ছেন, এডাম এ্যাটকিন, ব্রুস বিভার, ইভা কলিনস, ফিয়োনা জনসটন ও ডেভিড উইনউড।

বলতে দ্বিধা নেই ডেভিডের "মাদার" কবিতাটি টানে আমাকে বারে বার, এরা বস্তুবাদি ভাবুক ও ভোগবাদি সমাজের স্রোতে নিজেদের পুরোপুরি ভাসিয়ে দিলেও হৃদয়ের কোনও এক কোনে 'মা', 'মা' হাহাকার এদের ও আছে, যেমন ডেভিডের 'মাদার' কবিতাটি, অনুবাদে অনেকটা অক্ষম এবং রসাস্বাদনে পাছে পাঠকরা বনচিত হন, তা মাথায় রেখে 'মাদার' কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি উল্লেখ করছি:

"এন্ড দেন সি ইজ ওল্ড , এন্ড ডায়িং
ক্লোজ এন্ড আনএ্যাভোয়ডেবল এজ দি হুইফ
অফ দি অরডারলি'জ আফটারছ হ্যাভ, দি ভেইনস টু ব্লু
ফর দ্যাট পারচড ম্যাপ অফ এ ফেস।"

মায়ের জন্য কি অসামান্য পংক্তি ও এ ব্যঞ্জনাময় বর্ণনা, সত্যি হৃদয় ছুয়ে যায় বৈকি। এই অনভিপ্রেত বক্তব্যের ছোট্র একটি উদ্দেশ্য আছে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা ঘুর ঘুর করছে অনেকদিন, সেটা মস্তিষ্কের সেলে বন্দি রেখে কর্ণফুলিতে ভাসমান পাটাতনে আমার একটি ছোট্র অর্ঘ্য। আসলে কবিতা কি? এ'নিয়েও কম কালি ও কাগজ খরচ হয়নি। কবিতা কি ও কেন, এ'নিয়ে চমৎকার দার্শনিক বিতর্ক শুরু করা যেতে পারে। মহান বিপ্লবি কমরেড মাও সেতুং, বিশ্ব সৃষ্টির পর থেকে জগতের সবচেয়ে মহান ও বিজ্ঞ দার্শনিক কার্ল মার্কস এবং বিংশ শতাব্দিতে সাড়া জাগানো আপোষহীন ব্যক্তিত্ব চেগুয়েভেরা কবিতায় তুলি একে এ'শিল্পকে করেছেন আরও মহান দিয়েছেন আরও মর্যাদা।

এখানে চে'র একটি কবিতার উদ্বৃতি দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছিনা:

"ইট ইজ দা ফাইনাল এন্ড ইট ইজ আনফোলডিং
উইথ এন আনম্যাচেবল ডিন।
ওয়ান হানড্রেড থাউজেন্ড থানডারক্ল্যাপস ক্রাস,
এনড দেয়ার সং ইজ প্রোফাউন্ড।
ইন দা মাউথ অফ দি ফাইনাল.
ইউ ক্যান হিয়ার ভেলর ফ্লাই।"

চে'র কবিতায় বিপ্লবি ছোয়াতো থাকবেই, আমি নিজে পেশাদারি বিপ্লবি না হলেও মানসিক ভাবে প্রচন্ড বিপ্লবি আমি স্বপ্ন এখনও দেখি, চে'র স্বপ্ন, শিহরিত হই তার কবিতায়, আন্দোলিত হই তার কর্মে, মটর সাইকেল ডায়েরিতে ঘুরে বেড়াই স্বপ্নের ল্যাটিন আরেরিকায়। স্বপ্ন দেখি আমার দেশকে নিয়েও। আন্দোলিত, শিহরিত, কষ্ট ও বেদনায় মন ছেয়ে যায় দেশের প্রতিটি ঘটনা ও মূহুর্তে আমার হৃদয়। আমার বেদনার্ত, তৃষিত, আহত মন হতে চায় সব সংগ্রামের সক্রিয় অংশীদার। ফিরে যেতে মন চায় শৈশবের ফেলে আসা বাশিতে, উঠতি যৌবনের প্রথম ভাল লাগার মাদকতায়, আরও কত কি! জীবনের সব আবেগই তাজা ও সতেজ কবিতা, আসলে তাই। সাড়ে তিন দশকে এসে যদি ধরি

অর্ধেক কেটেছে জীবনের তবে অনাগত বাকি অর্ধেকের জিম্মাদারি নিবে কে? হতাশ মন খুজে ফিরে বার বার। বাকি অর্ধেক জীবনের জন্য ভগবানকে দায়া করব এমন ভাবুক আমি নই। তবুও আমি জানতে চাই আমার মৃত্যুর পর কি হবে।

আমি জানতে চাই আমার মৃত্যুর পর কি হবে

সূর্য ডোবার অন্ধকার আমার তৃষিত হৃদয় করে ক্ষত বিক্ষত
হায় শিকল! যৌবনের বেড়াজালে বন্দি আমি ভগবান খুজি
যন্ত্রনায়, কুকড়ে থাকি অহরহ,নিয়ত, নিরন্ত্বর, এখন তখন।
আমি জানি রমণীর শ্বাশত রূপ, তার সৌরভ চেনা হলেও
অধরা। ভগবান আমার নিদ্রায়, খোয়াবে আমার শিয়রে নিয়ত।

ক্যাকটাসের কাটার মত ক্ষত বিক্ষত নরক বা স্বর্গ
যাই প্রাপ্য থাকুকনা কেন, নিয়ত আমি ভগবান বিদ্রোহী
জগতের পাপাচারে আমি ভগবানকে ও বন্দি দেখতে চাই।
তারপর আমি জানতে চাই আমার মৃত্যুর পর কি হবে।

বদর উদ্দিন মোহাম্মদ সাবেরী, এ্যাডেলেইড, ১২/১১/২০০৬